Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-IV, July 2022, Page No.64-72
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন': ভাষা আন্দোলনের দগ্ধ ইতিহাস

ওয়াহিদুজ্জামান রনি
গবেষক (পিএইচ. ডি.), বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

Bangladeshi fiction writer Zahir Raihan gave an evocative account of the Language Movement of Bangladesh in his novel' Arek Falgun'. Being part of the Language Movement, the author could not but give vent to his emotions and feelings associated with the Language Movement in the said novel. The novel, rich in practical details related to the Movement, has come to be regarded as one of the most reliable sources giving researchers, experts and laymen alike a ringside view of the Language Movement of 21st February 1952.Not only have the major events of the Movement of 1952 been referred to in the novel but such hectic activities as sloganeering and processions by the students of Dhaka University, Medical College and many hostels also have found ample expression in it. The government-imposed section 144 could not deter the Language Movement participants at all. They did resolutely face the government crackdown involving tear gas, bullets, and the like. Many of them made the supreme sacrifice in consequence. The people of Bangladesh paid rich tributes to the Language martyrs by walking barefoot long stretches in huge processions. Memorials were erected overnight in their memory at various places in Dhaka and elsewhere. The novel 'Arek Falgun' shines through as a living document of the august '1952 Language Movement of Bangladesh' by virtue of the consummate writing skill of the litterateur Zahir Raihan.

Keywords — Zahir Raihan, Language Movement of 21 Feb., Section 144, procession, tear gas, barefoot, history.

জহির রায়হান (১৯৩৫-১৯৭২) বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তিনি সাহিত্য, চলচ্চিত্র, রাজনীতি, সাংবাদিকতা, ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অগ্রগামী সৈনিক। তাঁর লেখনী দ্বারা বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। তিনি উপন্যাস, ছোটোগল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ও পত্রিকা সম্পাদনা করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলি হলো— শেষ বিকেলের মেয়ে (১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ), তৃষ্ণা (১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ), হাজার বছর ধরে (১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ), আরেক ফাল্গুন (১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ), বরফ গলা নদী (১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ), আর কত দিন (১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ), কয়েকটি মৃত্যু (১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ), একুশে ফেব্রুয়ারি (১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ)। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে যে ভাষা আন্দোলন হয় তাতে জহির রায়হান নিজে অংশগ্রহণ করে। নিজের মাতৃভাষার জন্য শুধু আন্দোলন করেই ক্ষান্ত থাকেননি, সাথে সাথে সাহিত্য রচনা করে দেশের

আপামর জনসাধারণকেও বার্তা দিয়েছে। শুধু ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে 'আরেক ফাল্গুন', 'একুশে ফেব্রুয়ারি', উপন্যাস, যেমন রচনা করেছেন তেমন ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে 'সূর্যগ্রহণ', 'মহামৃত্যু', 'অতি পরিচিত', 'কয়েকটি সংলাপ', 'একুশের গল্প', প্রভৃতি ছোটোগল্পও রচনা করেছেন। এছাড়া 'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রটিতে ভাষা আন্দোলনের জীবন্ত চিত্র প্রস্ফুটিত হয়।

১

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট তারিখ পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ভারতের পশ্চিমে পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্বে পূর্ব পাকিস্তান হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের আয়তন বেশি। তার উপর সরকার, প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীতে তাদের আধিপত্য ছিল বেশি। তাদের জনসাধারণের ভাষা ছিল উর্দু। অপরদিকে, পূর্ব পাকিস্তানের আয়তন কম কিন্তু জনসংখ্যার প্রায় সকল লোকই বাংলা ভাষায় কথা বলে। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক বাহিনী সমগ্র পাকিস্তানেই রাষ্ট্রভাষা উর্দু করতে চায়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তা মেনে নিতে চায়নি। ফলে সংঘাত সাংঘাতিকভাবে অনিবার্য হয়ে ওঠে। বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন ঘটনাবলির মাধ্যমে মাতৃভাষা বাংলার জন্য 'ভাষা আন্দোলন' তীব্রতর হয়।

কথাসাহিত্যিক জহির রায়হান এর 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসে প্রস্ফুটিত হয়েছে ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে ঘটে যাওয়া বাংলা ভাষা কেন্দ্রিক ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত দিন গুলির জ্বলন্ত ইতিহাস। উপন্যাসের বিষয়বস্তু ভাষা আন্দোলন যে হতে পারে তা ঔপন্যাসিক চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই দেখা যায়:

> "পাক আমলে 'আরেক ফাল্গুন'- এর মাধ্যমে জহির রায়হানই প্রকৃতপক্ষে ভাষা-আন্দোলন ভিত্তিক উপন্যাসের ধারার সূত্রপাত করেন।" [১]

জহির রায়হান নিজে ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সে জন্য তাঁর লেখনীতে রক্তস্নাত আন্দোলনের দিনগুলির বর্ণনা দিতে গিয়ে ভাবাবেগ এ আপ্লুত হন। প্রত্যক্ষ ঘটনার সুনিপুণ বর্ণনা ইতিহাস হিসেবে সাক্ষ্য দেয়। বর্ণনায় পাওয়া যায়:

> "বাইশে ফেব্রুয়ারি গুলি খেয়ে মরেছে সেই হাইকোর্টের মোড়ে, তিন বছর আগে। তিন বছর? হ্যাঁ তিনটে বছর। কিন্তু এখনো তার মুখখানা স্পষ্ট মনে আছে মুনিমের। শুধু তার মুখ কেন, তাদের সকলের মুখ আজো ভেসে ওঠে তার চোখে।" [২]

ইতিহাস এর তথ্য, উপন্যাসের উপাদান হিসাবে ধরা পড়েছে লেখকের বর্ণনায়:

> "কাক ডাকা ভোর না হতে সেদিন দলে দলে তারা এসে জমায়েত হয়েছিলো মেডিকেল কলেজের পুরোনো হোস্টেলে। ছেলে। বুড়ো। মেয়ে। ছাত্র। শ্রমিক। কেরাণী। কত লোক হবে? কেউ গুণে দেখেনি। আকাশের তারা গুণে কি শেষ করা যায়। যেদিকে তাকাও সমুদ্রের মত ছড়িয়ে আছে জনতা। আর সবার কণ্ঠে বিদ্রোহের সুর।" [৩]

বাংলা ভাষাকে পূর্ব বাংলার রাষ্ট্রভাষা হিসাবে মর্যাদা দিতে যে গণ-আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তার বর্ণনা পাই এভাবে:

> "১৯৫৫ সালে বিগত বছর গুলির মত ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটিতে ভাষা আন্দোলনের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ছাত্রসমাজ উত্তাল হয়ে

উঠে। তাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা মূলত নেতৃত্ব দেন।" [৪]

২

উপন্যাসের অবয়বে ছাড়িয়ে রয়েছে একুশের ভাষা আন্দোলনের নানা ঘটনাবলি। উপন্যাসের কাহিনি বর্ণনা করতে করতে ঢুকে পড়েছে ভাষা-আন্দোলনের বিচিত্র চিত্র। সে রকম একটি চিত্র:

"অদূরে বেলতলায় বসে একদল নতুন ছেলেকে একুশে ফেব্রুয়ারির
গল্প শোনাচ্ছিলো কবি রসুল। সত্যি বরকতের কথা ভাবতে গেলে
আজো কেমন লাগে আমার। মাঝে মাঝে মনে হয় সে মরে নি।
মধুর রেস্তোঁরায় গেলে এখনো তার দেখা পাবো। বলতে গিয়ে
গলাটা ধরে এলো তার।" [৫]

ভাষা আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব যেভাবে পূর্ব বাংলার মানুষ নিয়েছিল, সে রকম ঘটনার ও উল্লেখ পাওয়া যায় উক্ত উপন্যাসের মধ্যে। ঔপন্যাসিকের ভাষায়:

"সকাল থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে বিভিন্ন স্কুল কলেজ থেকে ছাত্ররা এসে
জমায়েত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে। শহরে একশ' চুয়াল্লিশ
ধারা জারি হয়েছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশ। দল বেঁধে
কেউ আসতে পারছে না তাই। তবু এলো। বেলা এগারোটায়
আম গাছতলায় সভা বসলো ওদের। দশ হাজার ছাত্র ছাত্রীর সভা।
একশ' চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গ করার চিন্তা করছিলো ওরা।" [৬]

যেই কথা সেই কাজ। যদিও মতান্তর ছিলো। কেউ আইন অমান্য এর পক্ষে ছিল, কেউ ছিল বিপক্ষে। তারপর যা ঘটলো:

"অবশেষে ঠিক হলো, দশজন করে একসঙ্গে একশ' চুয়াল্লিশ ধারা
ভঙ্গ করবে ওরা। দল বেঁধে সবাই জেলে যাবে তবু তাদের মুখের
ভাষাকে কেড়ে নিতে দেবে না।" [৭]

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়:

"দশ জন, দশ জন করে এক একটা ছোট ছোট দল তৈরি হল,
যারা মিছিল করে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই-ই' এমন অনেক
শ্লোগান সহ পরিক্রমা করবে।" [৮]

শীতের মরশুম হলে ও সে বছর শীত একটু কমই পড়েছিল। প্রখর দীপ্তি নিয়ে রোদ উঠেছিল। সেই রোদ মাথায় নিয়ে প্রথম দলটা তৈরি হলো আইন অমান্য করার জন্য। ছাত্ররা যেমন প্রস্তুত হয়ে এসেছিল তেমনি পুলিশের দল ও প্রস্তুত নিয়ে এসেছিল। দৃঢ় সংকল্পের প্রতিফলন যেভাবে দেখা যায়:

"ছাত্রদের প্রথম দলটা বেরুলো বাইরে। দশটা হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে ওরা
শ্লোগান দিলো, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। পুলিশের দল এগিয়ে এসে
ওদের ঘিরে দাঁড়ালো। তারপর গ্রেপ্তার করে প্রিজন ভ্যানে তুলে নিলো

৩

সবাইকে। একটু পরে বেরুলো দ্বিতীয় দল। তারপর তৃতীয় দল।
পুলিশ অফিসাররা হয়ত বুঝতে পেরেছিল, গ্রেপ্তার করে শেষ করা
যাবে না। তাই ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করে দেবার জন্যে একজন বেঁটে

মোটা অফিসার দৌড়ে এসে অকস্মাৎ একটা কাঁদুনে গ্যাস
ছুড়ে মারলো ইউনিভারসিটির ভেতরে।" [৯]

এই ঘটনা ভাষা আন্দোলন এর ইতিহাস এর একটি উদাহরণ। উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে বাস্তব ঘটনার প্রাণবন্ত উপস্থাপন। জানা যায়:

"১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি (৮ ই ফাল্গুন) সকাল ১০ টায় ১৪৪
ধারা ভঙ্গ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাস্তায় মিছিল বের করে।
সেই মিছিলের নিরস্ত্র ছাত্রদের ওপর পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে বন্দুক,
বেয়নেট, লাঠিসোঁটা ও টিয়ার গ্যাস নিয়ে।" [১০]

কাঁদুনে গ্যাসের ধোঁয়ায় ইউনিভার্সিটি এলাকা নীল হয়ে যায়। মেডিকেল কলেজের হোস্টেলেও কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়ে মারে ওরা। সূর্য যখন পশ্চিমে হেলে পড়েছিল তখন মেঘহীন আকাশে জ্বলছিল দাবানল। সকলকে চমকে দিয়ে হঠাৎ শোনা গেল গুলির শব্দ। তারপর যা দেখা গেল:

"একটা ছেলের মাথার খুলি চরকির মত ঘুরতে ঘুরতে প্রায় ত্রিশ
হাত দূরে গিয়ে ছিটকে পড়লো। আরেকটি ছেলে যেখানে
দাঁড়িয়েছিল মুহূর্তে সেখানে লুটিয়ে পড়লো। আরেক প্রস্থ গুলি
ছোঁড়ার শব্দ হলো একটু পরে।" [১১]

বরকতের গুলি লেগেছিল উরুর গোড়ায়। অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণে সে মারা গিয়েছিল রাতে। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা লেগেছিল সবার মনে। উপন্যাসে যেভাবে ফুটে উঠেছে:

"অকস্মাৎ সমস্ত শহর কাঁপিয়ে অজুত কণ্ঠের শ্লোগানের শব্দে
চমকে উঠলো সবাই। যারা ঘুমিয়ে পড়েছিল, তারা ঘুম থেকে জেগে
উঠে উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন করলো, কি হলো, ওরা কি গুলি চালালো
আবার? আকাশে মেঘ নেই। তবু ঝড়ের সংকেত। বাতাসে বেগ
নেই। তবু তরঙ্গ সংঘাত। কণ্ঠে কণ্ঠে এক আওয়াজ, শহীদের খুন
ভুলবো না। বরকতের খুন ভুলবো না।" [১২]

ভাষার জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে শহিদ হবে, অথচ তাদের জন্য শহিদ মিনার হবে না — সে কি হয়? শহিদ মিনার করতেই হবে। এ বিষয়ে পাই:

"পরিকল্পনাটা প্রথমে আলীম ভাই-এর মাথায় এসেছিলো। রাতারাতি

৪

একটা স্মৃতিস্তম্ভ গড়বো আমরা। চমৎকার। শুনে সায় দিয়েছিল
সবাই।" [১৩]

স্মৃতিস্তম্ভটি গড়ে উঠেছিল — শহিদ রফিকের গুলিবিদ্ধ খুলিটা চরকির মতো ঘুরতে ঘুরতে যেখানে এসে ছিটকে পড়েছিল এবং ওখানেই দাঁড়িয়ে বরকত তার জীবনের শেষ কথাটা উচ্চারণ করেছিলো। রাতারাতি গড়ে তোলা স্মৃতিস্তম্ভ সরকারের মিলিটারি এসে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। কিন্তু ছেলেরা দমেনি। ধুলোয় মেশানো ইটের পাঁজরগুলোকে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ঘিরে দিয়েছিল ওরা। কয়েকটা গন্ধরাজ আর গাঁদা ফুলের চারা লাগিয়ে দিয়েছিল ভেতরে। সেই রাতেই মেডিকেল কলেজের ছেলেরা কাপড় দিয়ে কঞ্চির ঘেরটা সযত্নে ঢেকে দিয়েছিল। তারপর তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানতে যা করলো:

"কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গান গাইলো ওরা, শহীদের খুন ভুলবো না।
বরকতের খুন ভুলবো না।" [১৪]

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় — শহিদদের জন্য শহিদ মিনার তৈরির কথা লক্ষ্য করা যায়। শহিদ মিনার শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করতে তৈরি হয়। তাই দেখা যায়:

"পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ ও মানুষ এই রক্তাক্ত বেদনার স্মৃতিকে
মুছে ফেলতে সম্মত হয় নি। শ্লোগান উঠেছিল। 'শহীদদের স্মৃতি
অমর হোক'। অমরত্বের চিহ্ন কী হবে? একটি শহীদ মিনার।" [১৫]

ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ১৯৫২ সাল এবং তার পরবর্তী সময় গুলিতে পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ যে ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তার পুঙ্খনাপুঙ্খ বিবরণ 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাস এ বর্ণিত হয়েছে। তৎকালীন সরকার ছাত্রদের দমাতে যে দমন নীতি, নির্যাতন চালিয়েছিল, এই উপন্যাসে সে সব ইতিহাসের দগ্ধ দলিলরূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। বিভিন্ন ভবনে যা দেখা গেল:

"মুসলিম হল, নূরপুর ভিলা, চামেলী হাউস, ফজলুল হক হল, বান্ধব
কুটির, মেডিকেল হোস্টেল, ঢাকা হল যেন হুঙ্কার দিয়ে উঠলো
এক সাথে। সে শব্দ তরঙ্গে অভিভূত হয়ে কে একজন ব্যারাকের
সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললো, 'বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে'। [১৬]

ভাষা আন্দোলনের সময় মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাস, হল প্রভৃতি জায়গায় প্রায় সচিবালয়ের মতো দফতর সাজিয়ে বসেছিল। তার চমৎকার উপস্থাপন পাই:

"রীতিমত একটা সরকার চালাতে হয়েছিল ওদের। বজলুর পঁচিশ নম্বর
রুমটা ছিলো অর্থ দপ্তরের অফিস।" [১৭]

রাস্তায় আর বাসায় বাসায় চাঁদা সংগ্রহ করে জমা করা হতো। আন্দোলনের যাবতীয় খরচপত্র সেখান থেকে চালানো হতো। অর্থ দপ্তরের পাশে ছিল ইনফরমেশন ব্যুরো। কোথায় কী ঘটছে তার খবর সংগ্রহ করা ছিল এদের

কাজ। ইনফরমেশন ব্যুরোর পাশে ছিল প্রচার বিভাগের অফিস। এখান থেকে মাইকের মাধ্যমে আগামী দিনের কর্মসূচি জানিয়ে দেওয়া হতো। এ অফিসের পাশেই ছিল খাদ্য দপ্তর। ওদের কাজ ছিলো জেলখানায় আটক বন্দিদের খাবার সরবরাহ করা।

খালি পায়ে হাঁটা বা নগ্ন পদে হাঁটার দৃশ্য উপন্যাসের ঘটনা প্রবাহে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। ঢাকা শহরের ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে দেখা যায় মুনিমকে নগ্ন পদে। বংশালের মোড়ে — পা জোড়া নগ্ন — জুতো নেই — অবস্থায় আসাদের সঙ্গে দেখা হয় মুনিমের। লেখকের ভাষায়:

"ঠাটারী বাজার পর্যন্ত সংখ্যায় ওরা দু'জন ছিলো। রেলওয়ে লেবেল
ক্রসিং পেরিয়ে গুলিস্তানের কাছে এসে পৌঁছতে সে সংখ্যা দু'জন
ছাড়িয়ে দশজনে পৌঁছালো। ওরা এখন দশজন। দশজন মার্জিত
পোষাক পরা নগ্ন পায়ের যাত্রী"। [১৮]

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে দেখা যায় শহিদদের সম্মান জানাতে খালি পা বা নগ্ন পায়ের পদচারণায় মুখরিত লাখো লাখো মানুষের সশ্রদ্ধ ভক্তি-ভালোবাসা দিয়ে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন শহিদ মিনারে। তাই দেখা যায়:

> "আজ ও ঢাকার আবালবৃদ্ধবনিতা প্রতি বছর ২০ ফেব্রুয়ারি রাত ১২ টার পর পুষ্পস্তবক হাতে, নগ্ন পায়ে, — ... 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো — একুশে ফেব্রুয়ারি —আমি কি ভুলিতে পারি।' ... " [১৯]

গাইতে গাইতে শহিদ মিনারে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে উপস্থিত হয়। এছাড়া ও উল্লেখ করা যায়:

> "১৯৫৫ সালের একুশে উদ্‌যাপন রোধ করার ব্যাপারে অন্তত পরে ঢাকা শহরে তদানীন্তন সরকার সফলকাম হয়েছিল। ... শোক দিবসে খালি পায়ে থাকা, নগ্ন পদে প্রভাত ফেরিতে যাওয়া এ বছর থেকেই চালু হয়।" [২০]

উপন্যাসে ভাষা আন্দোলনের সময়ের উত্তাল দিনগুলির বর্ণনা দিয়েছে মতি ভাই। চারদিকে শুধু হরতাল আর হরতাল। ইউনিভারসিটির ছাত্ররা, মেডিকেল কলেজ, সেক্রেটারিয়েট, হরদেও গ্লাস ফ্যাক্টরি, ব্রিক ওয়ার্কস, রেলওয়ে — সর্বত্র। ঔপন্যাসিকের ভাষায়:

> "মিছিলের তো অন্ত ছিল না। এ গলি দিয়ে একটা বেরুচ্ছে, ওগলি দিয়ে আরেকটা। সবার হাতে বড় বড় সব প্লাকার্ড। তাতে লাল কালিতে লেখা খুনীরা সব গদি ছাড়।" [২১]

বাস্তব ঘটনার সুনিপুণ বর্ণনা উপন্যাসের পরতে পরতে বিদ্যমান। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস যা সাক্ষ্য দেয়:

> "মিছিল, স্লোগান, পথ হাঁটা। ঢাকার রাজপথ। মিছিল, স্লোগান, দাবি — রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই-ই। নিরীহ ছাত্রদের, নিরীহ মানুষের নিরস্ত্র প্রত্যয়ী মিছিল।" [২২]

৬

কত নিরীহ ছাত্র ও আন্দোলনকারীদের হত্যা করেছে পাক-বাহিনী। তার জন্য গায়েবি জানাযা পড়াতে হয়েছিল। উপন্যাসে পাই:

> "গায়েবি জানাযা পড়ার জন্য সমবেত হয়েছিল ওরা। আর বুড়ো ইমাম সাহেব মোনাজাত করতে গিয়ে ডুকরে কেঁদে বললেন, যারা আমাদের কচি ছেলেদের গুলি করে মারলো, খোদা তুমি তদের ক্ষমা করো না।" [২৩]

এ ঘটনা যে ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে তার প্রমাণ মেলে এই বর্ণনায়:

> "গভীর রাতে সশস্ত্র বাহিনী মৃত দেহগুলি ট্রাকে তুলে নিয়ে গেল। ... আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য রাতে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে বিভিন্ন ছাত্রাবাসের কিছু ছাত্র মিলিত হয়ে নতুন করে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করল। ঘোষণা দেওয়া হলো ২২ শে ফেব্রুয়ারী সকাল দশটায় মেডিকেল হোস্টেল চত্বরে শহীদদের আত্মার শান্তির কামনায় গায়েবে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।" [২৪]

ভাষার জন্য যেমন অনেকে শহিদ হয়েছে তেমন অনেকে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেছে। নাম ডেকে ডেকে জেলখানার ভেতরে ছেলেমেয়েদের ঢোকানোর সময় ডেপুটি জেলার সাহেব হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। জেলখানাতো এমনিতে ভর্তি হয়ে আছে, এত ছেলেকে জায়গা দেবো কোথায় — এই উষ্মা প্রকাশের জবাবে কবি রসুল চিৎকার করে বলেছিল:

> "জেলখানা আরো বাড়ান সাহেব। এত ছোট জেলখানায় হবে না।" [২৫]

এই কথার পর পরই আর একজন বললো:

> "এতেই ঘাবড়ে গেলেন নাকি? আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হবো।" [২৬]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়:

> "একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতিকে যে কীভাবে নাড়া দিয়েছিল এবং প্রায় প্রতিটি ফাল্গুনে এর চেতনা দ্বিগুণ থেকে দ্বিগুণতর হয়ে সমগ্র জাতিসত্তাকে পরবর্তীকালে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলছে— এ সত্যটি জহির রায়হান অনেক আগেই উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাকে বাণীবদ্ধ করে রেখে গেছেন।" [২৭]

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন যে সাহিত্যের বিষয় হয়ে ওঠে, ইতিহাস এর সাক্ষ্য দেয়— তার পরিচয় পাই— 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসে। এ প্রসঙ্গে বিবৃত করা যায়:

> "শিল্পের চেয়ে ইতিহাসের গভীর সত্যকে জহির রায়হান এখানে বড় করে তুলেছেন। অথচ তার বর্ণনায় কোনো আতিশয্য নেই, অতিরঞ্জন
>
> ৭
>
> নেই, ইতিহাসের ঘটনাবলিকে তিনি অকারণে বাড়িয়ে দেখান নি।" [২৮]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়:

> "ভাষা আন্দোলনের এই সুদূর প্রসারী প্রভাব বাংলাদেশের সাহিত্যের আঙ্গিনাকে স্পর্শ না করে পারেনি। শিল্পী সাহিত্যিকদের মননে এক প্রতিবাদী সংগ্রামী আবেগ তৈরী করেছে।" [২৯]

জহির রায়হান এর 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসটি যে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের বিশ্বস্ত দলিল — এ প্রসঙ্গে গবেষক- সমালোচক এর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য:

> "আরেক ফাল্গুনের কাহিনী একুশের কর্মতৎপরতায় ভরপুর। একুশের চিত্র হিসাবে এ উপন্যাস একটি বিশ্বস্ত দলিল। ... উপন্যাসটি চিত্র প্রধান, বিশ্লেষণাত্মক নয়।" [৩০]

জহির রায়হান নিজেও ভাষা-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাই 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসে যে সব বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়েছে তা লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফসল বলা যায়। সুতরাং তিনি তাঁর নিজের স্মৃতির স্কেচকে সাজিয়েছেন একের পর এক বর্ণনায়। তাই 'আরেক ফাল্গুন' শুধুমাত্র একটি উপন্যাস নয়, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের দগ্ধ দলিল। উপন্যাস যে সমাজ এর দর্পণ — এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তা চিরভাস্কর হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্র:

১। সৈয়দ আকরম হোসেন, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যের রূপান্তর : বিষয় ও প্রকরণ প্রসঙ্গ — উপন্যাস, একুশের প্রবন্ধ' ৮৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা- ৯৪।

২। জহির রায়হান রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), ডক্টর আশ্‌রাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৬৬
প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার ঢাকা- ১১০০, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা- ১৭৭।

৩। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৭৭।

৪। বীরেন চন্দ, নির্বাচিত প্রবন্ধ, বইওয়ালা, কলকাতা- ৪৮, প্রথম প্রকাশ, দার্জিলিং জেলা গ্রন্থমেলা, শিলিগুড়ি, ২০০২, পৃষ্ঠা- ১৩৬।

৫। জহির রায়হান রচনাবলী, (প্রথম খণ্ড), ডক্টর আশ্‌রাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৮১।

৬। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৮১।

৭। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৮২।

৮। অপূর্ব দাশ, বাংলা ভাষা ... প্রাণের অঙ্গীকারে, সোপান পাবলিশার্স, কলকাতা- ৭০০০৮৪, প্রথম প্রকাশ ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৩৭-৩৮।

৯। জহির রায়হান রচনাবলী, (প্রথম খণ্ড), ডক্টর আশ্‌রাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৮২।

১০। তহমিনা খাতুন ও প্রবীর দে সম্পাদিত মায়ের ভাষা — একুশে সুবর্ণজয়ন্তী সংকলন, এন.ই. পাবলিশার্স, কলকাতা- ৭০০০৩৫, সংশোধিত ও বর্দ্ধিত সংস্করণ, ২১ শে ফেব্রুয়ারি ২০১৬,
পৃষ্ঠা- ৪৪।

১১। জহির রায়হান রচনাবলী, (প্রথম খণ্ড), ডক্টর আশ্‌রাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৮৩।

১২। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৯০-১৯১।

১৩। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৯৫-১৯৬।

১৪। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৯৬।

১৫। ড. জীবনকুমার সরকার ও মহম্মদ রাকিবুল আহ্‌মেদ সম্পাদিত মহান একুশে ফেব্রুয়ারি, শিল্পনগরী প্রকাশনী, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, প্রথম প্রকাশ ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা- ৩২।

১৬। জহির রায়হান রচনাবলী, (প্রথম খণ্ড), ডক্টর আশ্‌রাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৯৯।

১৭। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৯২।

১৮। তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫৪।

১৯। তহমিনা খাতুন ও প্রবীর দে সম্পাদিত মায়ের ভাষা— একুশে সুবর্ণজয়ন্তী সংকলন, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৭৯।

২০। আবুল হাসনাত সম্পাদিত একুশে ফেব্রুয়ারী, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা-৬, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৬২।

২১। জহির রায়হান রচনাবলী, (প্রথম খণ্ড), ডক্টর আশ্‌রাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৬০।

২২। অপূর্ব দাশ, বাংলা ভাষা ... প্রাণের অঙ্গীকারে, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৩।

২৩। জহির রায়হান রচনাবলী, (প্রথম খণ্ড), ডক্টর আশ্‌রাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৭৭।

২৪। তহমিনা খাতুন ও প্রবীর দে সম্পাদিত মায়ের ভাষা — একুশে সুবর্ণজয়ন্তী সংকলন, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২০৮।

২৫। জহির রায়হান রচনাবলী, (প্রথম খণ্ড), ডক্টর আশ্‌রাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২১৬।

২৬। তদেব, পৃষ্ঠা- ২১৬।

২৭। আরজুমন্দ আরা বানু, শহীদুল্লা কায়সার ও জহির রায়হানের কথাসাহিত্য: বিষয় ও প্রকরণ, অনিন্দ্য প্রকাশ, ৬ শ্রীশদাস লেন, ঢাকা- ১১০০, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০০৮, পৃষ্ঠা- ২৯০।

২৮। তদেব, পৃষ্ঠা- ২৯২।

২৯। ড. সঞ্জিত ভট্টাচার্য ও উত্তম দত্ত সম্পাদিত ভাষা ও ভাষা আন্দোলন, সুমুদ্রণ, কলকাতা- ৭০০০৫১, প্রথম প্রকাশ, মে ২০০৩, পৃষ্ঠা- ৮১।

৩০। মনসুর মুসা, পূর্ব বাঙলার উপন্যাস, পূর্বলেখ প্রকাশনী, ২৩ শেখ সাহেব বাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৫ ই এপ্রিল ১৯৭৪, পৃষ্ঠা- ৯২।